

‘স্ট্যান্ডার্ডাইজ স্কোর’ পদ্ধতিতে এসএসসি-এইচএসসির ফল

২০১৯ সাল থেকে সব বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্র

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে নয়, পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে নম্বরপ্রাপ্তির প্রবণতাকে সামনে রেখে এসএসসি ও এইচএসসির ফল তৈরি করা হবে। এর নাম দেয়া হয়েছে ‘স্ট্যান্ডার্ডাইজ স্কোর’। বর্তমানে ‘র (raw) স্কোরে’ শিক্ষার্থীর ফল তৈরি করা হয়। এ বিষয়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও শিক্ষা সংস্কারে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্যতম সদস্য রাশেদা কে চৌধুরী মঙ্গলবার যুগান্তরকে বলেন, ‘আমরা বর্তমানে শিক্ষার্থীকে তার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করি। দেখা গেল, একটি ছাত্র রসায়নে ৩০ আর বাংলায় ২০ পেল। আরেক ছাত্র অর্থনীতিতে ২৮ এবং বাংলায় ২৫ পেল। বর্তমানে আলাদা নম্বর যোগ করে শিক্ষার্থীর গ্রেড দেয়া হবে। স্ট্যান্ডার্ডাইজ স্কোরে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক নম্বরপ্রাপ্তির প্রবণতা বিশ্লেষণ করে একটি গড় ফল তৈরি করা হবে। তারই আলোকে শিক্ষার্থীদের গ্রেড দেয়া হবে। এ-লেভেল, ও-লেভেল, আইইএলটিএস, টোফেলসহ আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল এই পদ্ধতিতেই তৈরি করা হয়।’

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান-অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, এই পদ্ধতি সারা বিশ্বে বর্তমানে ক্রয়কর্তা আছে। এটি প্রবর্তনের জন্য বিশেষজ্ঞরা সুপারিশ করেছেন। তারই আলোকে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (বেডু) কাজ শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হবে। তিনি বলেন, ফল স্ট্যান্ডার্ডাইজের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম আগামী বছরের এসএসসি পরীক্ষা থেকে শুরু হবে। তবে এটি শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, ভুলত্রুটি চিহ্নিত করার জন্য। আগামী বছর যেসব শিক্ষার্থী নবম শ্রেণীতে উঠবে, ২০১৯ সালে তারা এসএসসি দেবে। তাদের পরীক্ষা হবে সারা দেশে একই ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

‘স্ট্যান্ডার্ডাইজ স্কোর’

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রশ্নে। বর্তমানে বোর্ডভিত্তিক আলাদা প্রশ্নপত্র হয়। যদি এর মধ্যে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের পাইলটিং শেষ হয়, তাহলে ২০১৯ সালেই তা প্রয়োগ করা হবে। এই পদ্ধতি প্রয়োগ ক্ষুরলে ফলাফল এখনকার চেয়ে আরও ভালো হবে। বিশেষ করে যেসব বিষয়ে জিপিএ-৫ পাওয়া যায় না বলে শিক্ষার্থীরা কম মূল্যায়িত হচ্ছে বলে অভিযোগ আছে, তখন তারা গড় মূল্যায়নে উঠে আসবে। তবে ইসলাম শিক্ষার মতো যেসব বিষয়ে সহজে অনেক নম্বর মেলে বলে কথিত আছে, তারা গড় নম্বরের মানদণ্ডে নেমে আসবে।